আদালত পিয়ন আসিয়া বাটী পরে।
অস্থাবর মাল বিক্রী করিলেন পরে।।
মজুমদার নিজ নামে খরিদ করিল।
অস্থাবর সম্পত্তি সকল লুঠে নিল।।
ঠাকুরের পাঁচভাই হ'ল দেশান্তর।
বিষয় সম্পত্তি কিছু না রহিল আর।।
সম্পত্তি লুণ্ঠিয়া নিল না হইল বাদী।
সব ছাড়ি পাঁচভাই এল ওড়াকান্দী।।
প্রথম ভাদ্রেতে গোমস্তাকে মারিলেন।
শেষ ভাদ্রে পাঁচভাই বাটী ত্যজিলেন।।
বিষয় সম্পত্তি যত সব দিল ছাড়ি।
রামদিয়া থাকিলেন সেনদের বাড়ী।।
সব লুঠে নিয়া নিল উত্তরের ঘর।
করিল কাছারী ঘর কাছারীর পর।।
সাতদিন পরে সে কাছারী পুড়ে গেল।
দুইগোলা ধান্য পুড়ে ভস্মীভূত হ'ল।।
সূর্য্যমণি মজুমদার পার্ব্বতীচরণ।
দুই ভাই করিলেন কথোপকথন।।
"কি অধর্ম করিলাম লয়ে প্রজা-বাটী।
মিথ্যা করি বিষয়াদি আনিলাম লুঠি।।
প্রজার বাসর ঘর করিনু কাছারী।
দাহ হ'য়ে গেল সব পাপ ছিল ভারী।।"
সূর্য্যমণি বলে "ভাই পার্ব্বতীচরণ।
জমিদারী র'বে নারে পাপ আচরণ।।"
পার্ব্বতী বলিল "দাদা! এত যদি জান?
ভিটার প্রজাকে তবে ক'য়ে ব'লে আন।"
আশ্বিন কার্ত্তিক মার্গশীর্ষ পৌষমাস।
রামদিয়া সেনদের বাটী কৈল বাস।।
কখন কখন যাইতেন ওড়াকান্দী।
কখনও সফলাডাঙ্গা যাইতেন যদি।।
দুইদিন কিম্বা একদিন মাত্র থাকি।
আনিতেন কোন দ্রব্য মূল্যবান দেখি।।
কতদিন পরে সেই রামদিয়া ছাড়ি।
থাকিলেন ভজরাম চৌধুরীর বাড়ী।।
চৌধুরীর বাস বাড়ী ওড়াকান্দী গ্রাম।
পরম বৈষ্ণব জপে রাধাকৃষ্ণ নাম।।
প্রভুর মাতুলবংশ পঞ্চ সহোদর।
রামচাঁদ স্বরূপ যে অতি গুণাকর।।
ঠাকুরেরা তার পিতৃস্বসার কুমার।
কয় ভাই সেই বাটী বাঁধিলেন ঘর।।
এক আত্মা এক প্রাণ তুল্য দশ ভাই।
পিস্তুত মামাত ভাই ভিন্ন ভেদ নাই।।
বৈষ্ণবের শিরোমণি ছিল ভজরাম।
প্রভুদের সঙ্গে সদা করে হরিনাম।।
হরিকথা কৃষ্ণকথা হ'য়ে একতর।
কোন কোন নিশি হ'ত অইভাবে ভোর।।
চৌধুরীর বাটী ছিল পঞ্চ সহোদর।
একা প্রভু আম ভিটা বাঁধিলেন ঘর।।
তথা আসি পারিষদগণের মিলন।
রাত্রি-দিবা করিতেন হরিসংকীর্ত্তন।।"
তার পূর্ব্ব অংশে ছিল পোদ্দারের বাটী।
চারি ভাই সেইখানে বাঁধিলেন বাটী।।
অই বাটি পূর্ব্বকালে বিশ্বনাথ ছিল।
সেজন বিরাগী হ'য়ে বৃন্দাবনে গেল।।
এভাবে করিল সবে ওড়াকান্দী বাস।
কবি বলে শুনিলে পাপের হয় নাশ।।

জমিদারের বৃথা অনুনয়

গৃহ ছাড়ি ওড়াকান্দী আছে পঞ্চভাই।
জমিদারে লুঠে নিল বিত্ত কিছু নাই।।
পার্ব্বতীচরণ বাবু ওড়াকান্দী গিয়া।
প্রভুদের বলিলেন বিনয় করিয়া।।